পর্যায় ঃ প্রার্থনা

তথা রাগ[১]

মাধব, বহুত মিনতি করি[২] তোয়।
দেই তুলসী তিল এ[৩] দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু[৪] ছোড়বি মোয় ।।
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ।।

Scanned by CamScanner

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে[৫] জনমিয়ে[৬]
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন[৭]
মতি[৮] রহু তুয়া পরসঙ্গ ।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু[৯] ।।

পাঠান্তর ঃ ১. 'তিরোথা ধানশী', ২. 'করোঁ, ৩. 'এ' শব্দটি নেই, ৪. 'জনি' 'জানি', ৫. 'পাখী কিয়ে' স্থলে 'পাখিয়ে', ৬. 'পাখি....জনমিয়ে' স্থলে 'দেহ জনম কিয়ে', ৭. 'পুন পুন' স্থলে 'কেবল', ৮. 'কেবল মতি', ৯. 'দিন-বন্ধু'।

গদ্যরূপ ঃ

হে মাধব, বহুবার মিনতি করছি তোমার কাছে। তিল তুলসী দিয়ে আমার এই দেহ তোমাকে সমর্পণ করলাম। তোমার দয়া যেন আমাকে না ছেড়ে যায়। আমার দোষগুণ গণনা করে বিচার করতে বসলে দোষই শুধু পাবে। তুমি জগন্নাথ বলে জগতে প্রচারিত। আমি তো জগতের বাইরে কেউ নই। মানুষ পশু জীব পতঙ্গ রূপে কর্মের বিপাকে যেখানে জন্ম হোক না কেন, তোমার প্রসঙ্গে যেন আমার চিরকাল মতি (অনুরাগ) থাকে। বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর হয়ে বলছেন ঃ তোমার পদপল্লব ধরে এই ভবসিন্ধু পার হতে চাই। হে দীনবন্ধু, আমাকে এক তিল পরিমাণ করুণা দাও।

শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী ঃ

মাধব—কৃষ্ণ। **বহুত**—অনেক। **মিনতি**—অনুরোধ। **তোয়**—তোমাকে। **দেই**—দিয়ে। **তুলসী তিল**—তুলসী পাতা ও তিল। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী কোন কিছু দান করার সময় তিল ও তুলসী হাতে থাকলে দান করা জিনিষের উপর আর দাতার কোন অধিকার থাকে না। **সমর্পিলুঁ**—সমর্পণ করলাম। **দয়া**—করুণা। **জনু**—যেন। **ছোড়বি**—ত্যাগ করে। **মোয়**—আমাকে। **গণইতে**—গণনা করতে। **গুণলেশ না পাওবি**—লেশমাত্র গুণ খুঁজে পাবে না। **যব**—যখন। **তুহুঁ**—তুমি। **জগন্নাথ**—জগতের নাথ। **জগতে**—পৃথিবীতে। **কহায়সি**—প্রচারিত। **জগ**—পৃথিবীতে। **নহ**—নই। **মুঞি**—আমি। **ছার**—তুচ্ছ। **কিয়ে**—কিবা। **পাখী কিয়ে জনমিয়ে**—মানুষ পশু অথবা পাখী যে কোনো জন্মই হোক না কেন। **করম বিপাকে**—কর্মফল বশত। **গতাগতি**—যাতায়াত। **রহু**—থাকুক। **তুয়া**—তোমার। **পরসঙ্গে**—প্রসঙ্গে। **ভণয়ে**—বলেছেন। **তরইতে**—পার হতে, ত্রাণ করতে। **ভবসিন্ধু**—ভবসমুদ্র। **তুয়া**—তোমার। **পদপল্লব**—পদযুগল। **তিল এক**—এক তিল করুণা। **দেহ**—দাও। **দীনবন্ধু**—দীনের বন্ধু।

Scanned by CamScanner

পদ-বিশ্লেষণ ঃ "মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়'।

(১) কবিনায়কের আত্মসমর্পণ ঃ আমাদের আলোচ্য পাঠ্য পদটির প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, রাধা বা সখী নয়, স্বয়ং কবি এই পদের কথক। এই পদে নায়িকার কোনো স্থান নেই। কবি স্বয়ং নায়ক হয়ে মাধবের কাছে মিনতি ভরা কণ্ঠে তাঁর জীবনের কথা বিবৃত করছেন—

"মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু না ছোড়বি মোয় ।।"

দেখা যায়, মাধবের কাছে কবির আবেদনের ভঙ্গিটি প্রথম থেকেই সমর্পণের। ভারতীয় শাস্ত্রে আছে, তিল-তুলসী হাতে নিয়ে সংকল্প বাক্য পাঠ করে কোনো কিছু দান করতে হয়। এই দানের অর্থ, সর্বস্ব ত্যাগ করা। এখানে কবি সেইভাবে নিজেকে মাধব, অর্থাৎ নারায়ণ বা কৃষ্ণের পায়ে অর্পণ করছেন। এই আত্মদানে কোনো অহংকার বা আত্মপ্রচার নেই।

(২) মোক্ষবাঞ্ছা বা মুক্তিকামনা ঃ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তিই জীবের একমাত্র কামনা। অবশ্য এই মুক্তিকামনা ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসম্মত ছিল না। কারণ শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে পরবর্তীকালে ভক্তজন 'মোক্ষবাঞ্ছা' ত্যাগ করেন। কিন্তু চৈতন্যপূর্বযুগের কবি বিদ্যাপতির পক্ষে এই তত্ত্বভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি তাই সুগভীর আর্তি ও দীনতা নিয়ে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এই আত্মসমর্পণের মধ্যে এক অসাধারণ দীনভাব প্রকাশ পেয়েছে। খুব সম্ভবত, সেই কারণে বৈষ্ণব সমাজ ও ইতিহাসপ্রণেতা ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন ঃ "প্রকৃত বৈষ্ণব না হলে মাধব ও হরির পাদপদ্মে আত্মনিবেদনমূলক এমন ভাবানু পদ রচনা করা সম্ভব হত না" (দ্রষ্টব্য ঃ 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম', পৃষ্ঠা ১৬)। কবি বলেছেন, যাঁরা পুণ্যবান ও প্রকৃত ভক্ত তাঁরাই ভগবানের কৃপা লাভ করেন। কিন্তু সেইভাবে বিচার করলে তাঁর মধ্যে দোষ ছাড়া কোন গুণ নেই। কবি জানেন, পার্থিব মানুষ রূপে তাঁর জীবন দোষ বা গ্লানিমুক্ত নয়। দোষ-গুণ বিচারের প্রশ্ন উঠলে গুণের লেশমাত্র চিহ্ন হয়ত তাঁর মধ্যে পাওয়া যাবে না। এখানে কবির মধ্যে বিনয় ও সত্যনিষ্ঠার ভাব লক্ষ্য করা যায়। অথচ এই বিনয়বোধের পাশাপাশি নিজের তথা সর্বজীবের দোষ-স্খালনের সপক্ষে অপরূপ যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন পদের পরবর্তী অংশে—

Scanned by CamScanner

"গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব তুহু করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥"

(৩) জগন্নাথের ব্যাখ্যা দান ঃ এই পদে কবি প্রার্থনার সুরে 'জগন্নাথ' বা ভগবানের মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। ভগবান জগতের নাথ বা জগৎপতি রূপে খ্যাত। সর্ব জীবকে ত্রাণ করা বা মুক্তিদান করাই তাঁর কাজ। কবি বিদ্যাপতি এই জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তিনি যত ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ হোন না কেন, তাঁকেও নিশ্চয় জগন্নাথ এই ভবযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করবেন। অর্থাৎ, কবির বক্তব্য হল, তাঁর যখন দোষ গুণ বিচার করবেন শ্রীকৃষ্ণ তখন হয়ত কোনোরূপ গুণের চিহ্নমাত্র পাওয়া যাবে না। কিন্তু জগতের মানুষ যখন কৃষ্ণকে 'জগন্নাথ' বা জগতের নাথ বলে জানে, তখন কবি তো আর জগতের বাইরে নন। সেক্ষেত্রে তাঁর দোষ জগতের মধ্যে থেকেই ঘটেছে বলে জগৎপতি বুঝবেন। যুক্তিবাদী বুদ্ধিমান কবি যেন স্বয়ং জগৎস্রষ্টাকে এক 'লজিক্যালি ফ্যালাসি'র মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।

(৪) কর্মফলবাদের উল্লেখ ঃ 'করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন'—এই বর্ণনার মধ্যে ভারতীয় হিন্দু দর্শনের কর্মফলবাদ বা জন্মান্তরবাদের তত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। স্বীয় কর্মফল অনুযায়ী প্রতি জীবকে বারবার পৃথিবীতে নানা দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করতে হয়। বিদ্যাপতি পণ্ডিত কবি ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই খুব সহজেই কবিতার মধ্যে দর্শনের তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন।

হিন্দু শাস্ত্রে জীবের জন্ম-মৃত্যুর উৎস বা কারণ ব্যাখ্যায় জন্মান্তর-চক্র এবং কর্মফলবাদের কথা বলা হয়েছে। এখানেও কবি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে বলেছেন—

"কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গ ॥"

অর্থাৎ, মানুষ বা পশু বা পাখি অথবা কীট-পতঙ্গ জন্মগ্রহণ করেও মরে যায়—এইভাবে তারা জগতে বারবার যাওয়া-আসা করে। নিজস্ব কর্মফল অনুযায়ী প্রতিটি জীবকেই এইভাবে জন্মচক্রের নিয়ম পালন করতে হয়।

(৫) পদপল্লব-এ জয়দেব-ভাবনা ঃ 'তুয়া পদপল্লব'—কথাটি বিদ্যাপতি খুব সম্ভবত, পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের "দেহি পদপল্লবমুদারম্" শ্লোকের অনুসরণে কল্পনা করেছেন। অবশ্য কোন কোন মতে, শব্দটি 'পদপলব' হলে অর্থ অনেক যুক্তিযুক্ত হত; পদপলব = পদপ্লব—পদরূপ নৌকা। সেক্ষেত্রে ভগবানের পদরূপ নৌকায় বসে কবি পৃথিবীরূপ সমুদ্র বা 'ভবসিন্ধু' পার হবেন। এখানে কবির উচ্চতর কল্পনার প্রকাশ ঘটেছে। সর্বশক্তিমান জগতের ত্রাণকর্তার কাছে কবি নিজের মুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। সেইজন্য বিদ্যাপতি ভণিতায় অতি কাতরভাবে এই ভবসিন্ধু থেকে তাঁকে উদ্ধার করার জন্য পদপল্লব ধরে এক তিল করুণা ভিক্ষা করেছেন—

Scanned by CamScanner

"ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ।।"

হিন্দু ধর্মে বিষ্ণুপদ লাভ করাই জীবের মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় ব'লে মনে করা হয়। এখানে বিদ্যাপতি তাই করুণাময় জগৎপালক দীনবন্ধুর পদপল্লব বা পাদপদ্ম আশ্রয় করে ভবসাগর থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করেছেন। এই মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা স্মার্ত হিন্দুর স্বভাবজাত। জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনচক্র থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হল ভগবৎলাভ বা জগন্নাথের কৃপা। তাই রাজকবি বিদ্যাপতিও জীবনের নানা রঙের দিনের অবসানে বিষ্ণুর পদপল্লব আশ্রয় করে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা এই পদে ব্যক্ত করেছেন।

Scanned by CamScanner